প্রথম আলো

তারিখ ... 16 MAY 2018
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪

বিদ্যালয়ের বাইরে ২৬ কোটি ৪০ লাখ শিশু

ইউনেসকোর বৈশ্বিক প্রতিবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সারা বিশ্বে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযোগী ২৬ কোটি ৪০ লাখ শিশু ও কিশোর বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। আবার বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও সবাই পড়াশোনা শেষ করতে পারে না। বিশ্বে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা সমাপনীর হার ৮৩ শতাংশ। নিম্নমাধ্যমিকে তা ৬৯ শতাংশ। আর উচ্চমাধ্যমিকে ৪৫ শতাংশ শিক্ষা শেষ করতে পারে।

জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার (ইউনেসকো) ২০১৭-১৮ সালের বৈশ্বিক শিক্ষা পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে এই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এতে চিত্র দিয়ে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে, তাতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বের গড় অবস্থানের কাছাকাছি। অবশ্য এই প্রতিবেদনের তথ্য ২০১৫ সালের।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর নীলক্ষেতে ব্যানবেইস ভবনে এক অনুষ্ঠানে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। ইউনেসকোর ঢাকা কার্যালয় ও বাংলাদেশ ইউনেসকো জাতীয় কমিশন যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এবারের প্রতিবেদনের প্রতিপাদ্য হলো 'শিক্ষায় জবাবদিহি: আমাদের দায়বদ্ধতা পূরণ'। প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন ইউনেসকোর ঢাকা কার্যালয়ের কর্মসূচি বিশেষজ্ঞ (শিক্ষা) সুন লি।

প্রতিবেদনে গৃহশিক্ষকতাকে বৈশ্বিক বিষয় উল্লেখ করে বলা হয়েছে, আজারবাইজান, চীন, স্পেনসহ অনেক দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জরিপে দেখা গেছে, অন্তত অর্ধেকের ক্ষেত্রে গৃহশিক্ষকতা একটি বাস্তবতা। ২০২২ সাল নাগাদ এ ক্ষেত্রে বৈশ্বিক বাজারের অর্থমূল্য দাঁড়াবে ২২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি। শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ানোর অনুমতি দেওয়া স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি করতে পারে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়।

প্রতিবেদনে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে জবাবদিহির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এতে বলা হয়, সরকারকে জবাবদিহির আওতায় আনার জন্য নির্বাচনই একমাত্র রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নয়। নাগরিক উদ্যোগও সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। চিলি ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সফল ছাত্র আন্দোলনের ফলে ফি কমানো হয়েছিল। বাংলাদেশে গণসাক্ষরতা অভিযানের মতো সুশীল সমাজের জোট সরকারের ওপর চাপ বৃদ্ধি করে শিক্ষায় সম্পদের জোগান বাড়ানোর আন্দোলন জোরদার করেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকারকে জবাবদিহির আওতায় আনতে নাগরিকদের প্রয়োজন বিশ্বাসযোগ্য তথ্য। এ বিষয়ে গণমাধ্যম ভূমিকা রাখতে পারে। সরকারের কাজ মূল্যায়ন করে গণমাধ্যম নাগরিকদের সাহায্য করতে পারে। শিক্ষার অধিকার লঙ্ঘনের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে নাগরিকদের আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সক্ষমতা অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয় প্রতিবেদনে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এসেছে। তবে শিক্ষার বড় চ্যালেঞ্জ গুণগত মান। এ জন্য শিক্ষকদের নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে। তিনি বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষার মান উন্নয়নে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করছে বাংলাদেশ। সে ক্ষেত্রে এই প্রতিবেদন থেকে শিক্ষা নেওয়া হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তৃতা করেন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আলমগীর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব গোলাম মো. হাসিবুল আলম, ইউনেসকো ঢাকা কার্যালয়ের প্রধান বিয়াট্রিস কালদুন, বাংলাদেশ ইউনেসকো জাতীয় কমিশনের সচিব মো. মনজুর হোসেন প্রমুখ।